জীবননগরে ফেন্সিডিল সহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

জীবননগর থানা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে ফেন্সিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯ টার সময় গোপন সংবাদের ভিক্তিতে জীবননগর পৌরসভার আশতলা পাড়ায় অভিযান চালিয়ে আরিফুল ইসলাম (৩৫) কে আটক করা হয়।

আটককৃত আরিফুল ইসলাম দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনার এরশাদ শেখের ছেলে।

এ বিষয়ে জীবননগর থানার এএসআই কামরুজ্জামান জানান, আরিফুল ইসলাম কে ৩৬ বোতল ফেন্সিডিল ও একটি মোটরসাইকেল সহ আটক করা হয়।

এ ব্যাপারে জীবননগর থানায় একটি মাদকদ্রব্য আইনে মামলা হয়েছে।

অবহেলিত মেহেরপুর সুইপার কলোনির বাসিন্দারা !

ভালো নেই মেহেরপুরের সুইপার কলোনির বাসিন্দারা। পৌরসভার ৩৬’শ টাকা বেতনে খেয়ে না খেয়ে দিন পার করছে তারা। কেউ কেউ আবার ভাড়া বাড়িতে থাকায় বেতনের সব অংশই চলে যায় বাড়ি ভাড়া ও বিদ্যুৎ বিলে। বউ-বাচ্চাসহ স্বপরিবারে থাকতে হচ্ছে একটি ঘরেই। প্রায় ২’শ জনের জন্য মাত্র ৪টি টয়লেট। এছাড়াও নেই গোসলের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা। খাওয়া, রান্না, গোসল সব কিছুই যেন এক কক্ষেই। পৌরসভার জনপ্রতিনিধিদের নেতৃত্ব বদল হলেও বদল হয়নি সুইপার কলোনির বাসিন্দাদের ভাগ্য। প্রতিশ্রুতির কোনটাই পুরন করেনি জনপ্রতিনিধিরা। সরকারি বেসরকারি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে ৮০ ভাগ কোটা বরাদ্দ থাকলেও কপালে জুটছে না চাকরি।

সরেজমিনে গিয়ে জানা গেছে, শতবর্ষি এই সুইপার কলোনিতে বসবাস করে ৫০ পরিবারের প্রায় দুই শতাধিক সদস্য। এদের মধ্যে ১৩৫ জন পৌরসভার বেতনভুক্ত। যারা প্রতিদিন মেহেরপুর শহর পরিষ্কার পরিছন্ন করার কাজ করে। এই সুইপার কলনির অনেক ছেলে-মেয়ে লেখাপড়া করে ডিগ্রি অর্জন করেছে অথচ কেউই কোন ধরনের সরকারি চাকুরি পাইনি।

অরুপ ভুঁইমালি ও মিনতি ভুঁইমালি দম্পতির মেয়ে অনুরাধা ভুঁইমালি পড়ছেন মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের একাদশ শ্রেণিতে, অসক বাঁসফোর ও পুতুল বাঁসফোর দম্পতির মেয়ে পায়েল বাঁসফোর একই কলেজের একাদশ শ্রেনির দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী, সুরেন বাঁসফোর ও মিনা বাঁসফোর দম্পতির ছেলে দেব বাঁসফোর মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল কলেজের ছাত্র, বাদল বাঁসফোর ও রত্না বাঁসফোর দম্পতির ছেলে বিব্লব বাঁসফোর লেখাপড়া করেন ছহিউদ্দিন ডিগ্রী কলেজে, মিঠু বাঁসফোর ও ফুল কুমারী বাঁসফোর দম্পতির ছেলে অজয় বাঁসফোর পড়েন ঢাকার সাভারের ইসটার্ন ইউনিভার্সিটিতে।

এসব শিক্ষিত ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তায় পড়েছে তাদের বাবা-মা। এ কারনেই হতাশাই অনেকেই ছেড়েছে লেখাপড়া। কেউ কেউ আবার আফসোস করে বলছেন“আমাদের তো অনেকেই মানুষই মনে করে না”।

ঢাকার সাভারের ইসটার্ন ইউনিভার্সিটিতে ইলেকট্রনিক্স এন্ড ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়ুয়া অজয় বাঁসফোর বলেন, বাবা-মা অনেক কষ্ট করে লেখাপড়া করাচ্ছেন। কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ কি? আমরাতো দেশের অবহেলিত গোষ্ঠি। আমাদের জন্য আলাদা কোটা আছে তারপর অজানা কারনে আমরা অবহেলিত।

নানা সমস্যার কথা বলতে গিয়ে পার্থ বাঁসফোর বলেন, আমাদের ঘর করে দেওয়া হবে, বেতন বাড়ানো হবে এইরকম অনেক প্রতিশ্রুতিই দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন প্রতিশ্রুতিই বাস্তবায়ন হয়নি। মাসে ৩৬শ টাকা বেতনে কি হয়? এতে কি সংসার চলে? বিভিন্ন দাবি নিয়ে পৌর মেয়রের কাছে গিয়েও কোন লাভ হয়নি।

একেকটি ঘরে ছেলে মেয়েসহ চার-পাঁচজন থাকতে হচ্ছে। আমাদের সংসার ধিরে ধিরে বাড়ছে। পর্যাপ্ত ঘর না থাকায় আমাদের চরম ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে। সেই সাথে প্রায় ২’শ জনের জন্য মাত্র ৪টি টয়লেট। আমাদের কলোনির পাশেই আছে একটি নর্দমা। বর্ষায় সেখানকার পানি আমাদের ঘরে প্রবেশ করে।

কলোনির বাসিন্দা সাবিত্রি, পারুল, শুরেনসহ বেশ কয়েকজন জানান,

আমাদের প্রার্থনা করার মন্দিরটারও বেহাল অবস্থা। টিনের তেরি মন্দির। প্রতি বছরই সেটা ভেঙে যায়। নিজেদের টাকা দিয়ে সংস্কার করতে হয়। আমাদের কেউ মারা গেলে লাশ শৎকার করার জায়গাটাও নির্দিষ্ট না। সামান্য একটু জায়গা আছে সেখানে যাওয়ার রাস্তা নেই।

এ বিষয়ে মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, আমরা ইতিমধ্যে দলিত শ্রেনীর লোকজনের জন্য একটি স্কুল ও ৫ তলা বিশিষ্ট ভবনের জন্য প্রকল্প তৈরি করেছি। খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই কাজটি বস্তাবয়িত হবে।

এছাড়াও সার্বক্ষনিক পৌরসভার পক্ষ থেকে তাদেও খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে। আমরা তাদের নিয়ে একটি সমবায় সমিতি করেছি যাতে সুইপার কলোনির লোকজনের বিপদে আপদে সেখান থেকে তারা আর্থিক সহযোগীতা পায়। এছাড়াও আমি মেয়র হওয়ার পর তাদের বেতন বাড়িয়েছি। আগামীতে আরও বৃদ্ধি করা হবে।

চুয়াডাঙ্গায় সারের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি

চুয়াডাঙ্গার সারের ডিলাররা কৃত্রিম সংকট তৈরি করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ সুযোগে বাড়তি দাম নেয়ারও অভিযোগ কৃষকদের। ডিলারদের এমন সিন্ডিকেটের কারণে এবার জেলার সবজি ও ভুট্টার আবাদে বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা করছেন চাষীরা।

চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য, সরকার নির্ধারিত দামে ডিলারদের মাধ্যমে কৃষকদের কাছে ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি এবং ডিএপি সার বিক্রি করা হয়। প্রতিকেজি ইউরিয়া ১৬ টাকা, টিএসপি ২২ টাকা, এমওপি ১৫ টাকা এবং ডিএপি ১৬ টাকায় কৃষকদের কাছে বিক্রি করার কথা। তবে মাঠ পর্যায়ের তথ্য, এর চেয়ে বেশি দামে সার বিক্রি করা হচ্ছে।

এবার চুয়াডাঙ্গার চারটি উপজেলায় এ মৌসুমে ৩২ হাজার ৬৬০ হেক্টর জমিতে আমন ধান চাষ করছেন কৃষকরা। আগাম সবজি চাষ হচ্ছে ৬ হাজার

৫০০ হেক্টর জমিতে। ভুট্টার আবাদ হচ্ছে ৪৮ হাজার ৫০০ হেক্টর জমিতে। এ জেলাতেই দেশের সবচেয়ে বেশি ভুট্টার চাষ করা হয়। এছাড়া কৃষকরা ফুলকপি, বাঁধাকপি, শসা, করোলা, লাউসহ আগাম বিভিন্ন সবজি আবাদ করছেন। সার সংকট বা সারের বাড়তি দামের কারণে এসব আবাদের ফলনে মারাত্মক প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন স্থানীয় কৃষকরা।

যদিও চুয়াডাঙ্গার ডিলারদের কাছে ইউরিয়া সার মজুত রয়েছে ১ হাজার ৩২৫ মেট্রিক টন, টিএসপি ৪৫১ মেট্রিক টন, এমওপি ৪৮৮ মেট্রিক টন ও ডিএপি ৫৩৫ মেট্রিক টন। এর মধ্যে আবার চলতি মাসে ডিলারদের জন্য ৩ হাজার ১০৩ মেট্রিক টন ইউরিয়া, ৫৮০ মেট্রিক টন টিএসপি, ৮৩৯ মেট্রিক টন এমওপি ও ১ হাজার ৩৭৪ মেট্রিক টন ডিএপি সার বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। তবে ১০ সেপ্টে¤॥^র পর্যন্ত সার উত্তোলনে ডিলারদের মধ্যে তেমন আগ্রহ দেখা যায়নি। ওই সময়ের মধ্যে শুধু ৮৩৫ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার উত্তোলন করেছেন তারা। অন্য সার তারা উত্তোলন করেননি।

চুয়াডাঙ্গা জেলায় বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন অনুমোদিত ডিলার রয়েছেন ৫০ জন ও বিএডিসির ডিলার রয়েছেন ৫৯ জন। বিএডিসির ২ জন ডিলার লাইসেন্স নবায়ন না করায় তাদের বিক্রি কার্যক্রম বাতিল করা হয়েছে।

সারের সংকট ও বাড়িত দামের ব্যাপারে কথা বলা হয় সদর উপজেলা ও আলমডাঙ্গার কৃষক সোহেল, স্বপন, রবিউল, রতন, আজমত আলি, জমির শেখের সঙ্গে। তাদের দাবি, ডিলাররা সারের কৃত্রিম সংকট তৈরি করছেন।

কৃষকদের বলা হচ্ছে, সার কম, তাই দাম বেশি। কারণ অন্য জায়গা থেকে সার এনে দিতে হবে। সার বিক্রির কোনো ভাউচারও কৃষকদের দেয়া হচ্ছে না।

কারণ দাম বেশি রাখা হচ্ছে। কৃষকদের কাছ থেকে দাম বেশি রাখলেও ডিলাররা নিজেদের খাতায় সরকার নির্ধারিত দামই লিখে রাখেন। সার সংকটে জিম্মি হয়ে পড়া কৃষকরা প্রতিবাদ করলেই তাদের জানিয়ে দেয়া হচ্ছে তারা আর সার পাবেন না। এমনকি হুমকি দেয়া হচ্ছে কোথা থেকে সার পান তাও দেখব। সব সারেই প্রতি কেজিতে ২ থেকে ৪ টাকা বেশি নেয়া হচ্ছে। অনৈতিক সুবিধা নেয়া ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দাবিও জানান তারা।

দামুড়হুদা উপজেলার পোতারপাড়া গ্রামের কৃষক উজ্জল হক জানান, তিনি

ধান ও শিমের আবাদ করেছেন। সার কিনতে গেলে প্রতি কেজিতে ২ টাকা করে বেশি নেয়ার অভিযোগ তার। এ ব্যাপারে দেখার কেউ নেই বলেও অভিযোগ তার।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ডিলারের ম্যানেজার জানান, মালিক যেভাবে তাদের নির্দেশ দেন সেভাবেই তারা সার বিক্রি করেন। তাদের কিছুই করার নেই।

কৃষকদের কাছ থেকে বেশি দাম রাখা হলেও খাতায় ঠিকই সরকার নির্ধারিত দাম লিখে রাখা হয়; এমন অভিযোগেরও সত্যতা স্বীকার করেন তিনি।

এদিকে চুয়াডাঙ্গা ডিঙ্গেদহ বাজারের বিসিআইসি সার ডিলার আনছার আলী জানান, সারের কোনো সংকট নেই। এমনকি নির্ধারিত মূল্যেই বিক্রি করা হচ্ছে। সারের দাম বেশি নেয়া হচ্ছে এমন অভিযোগকে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন দাবি তার।

বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার অ্যাসোসিয়েশন চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আকবর আলী বলেন, সারের সংকট নেই। এবার ভুট্টার আবাদ বেশি হবে বলে আমরা অতিরিক্ত সার বরাদ্দ চেয়ে কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। কোনো ডিলার যদি সারের দাম বেশি নেয় বিষয়টি খতিয়ে দেখব। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আলি হাসান জানান, তাদের কাছেও অভিযোগ এসেছে সারের দাম বেশি নেয়া রাখা হচ্ছে। মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। কৃষকদের সার নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সরকারি নির্ধারিত মূল্যেই সার বিক্রি হবে। বেশি দাম রাখার সত্যতা পেলে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। বিষয়টি জেলা প্রশাসককে জানানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।

জেলা প্রশাসক (ডিসি) নজরুল ইসলাম সরকার বলেন, সরকার কৃষকদের সব ধরনের সহযোগিতা করছে। সারের কোন সংকট নেই। অতিরিক্ত মূল্যে সার বিক্রির অভিযোগ পেলে ডিলারশিপ বাতিল করা হবে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

তা হলে কৃষকরা অনেক উপকৃত হবে।

এ ব্যাপারে জীবননগর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শারমিন আক্তার বলেন, জীবননগর উপজেলার মাটি সব ফসলের জন্য অন্যতম রহমত আলী ও মইদুল ইসলাম পান চাষে বিপ্লব ঘটিয়েছে এতে তারা সাবলম্বী হয়েছে। তা ছাড়াও জীবননগর উপজেলা একটি কৃষি প্রধান এলাকা এই এলাকায় পান চাষের পাশাপাশি কপি, মরিচ, লাউ সহ বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ হয়ে থাকে। এবং আমাদের কৃষি অফিস থেকে সব সময় কৃষকদের চাষে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দিয়ে থাকে।

এলাকায় কোন নিদিষ্ট সবজির হাট না থাকায় চাষীরা সঠিক দাম পাচ্ছে না। তবে এই এলাকায় সবজির হাট খুবই প্রয়োজন। তাহলে এলাকার চাষীরা উপকৃত হবেন।

গাংনীতে চুরি যাওয়া পাট বোঝাই ট্রাক উদ্ধার, গ্রেপ্তার-২

ফরিদপুর মধুখালী থেকে কৌশলে চুরি যাওয়া ২৫২ মন পাটসহ একটি ট্রাক গাংনী থানা পুলিশের সহায়তায় জব্দ করেছে মধুখালী থানা পুলিশ।

গতকাল রোববার বিকেলে মধুখালী থানার এসআই তোফাজ্জল হোসেন ও সঙ্গীয় ফোর্স গাংনীর বালিয়াঘাটের একটি গুদাম থেকে পাট জব্দ করেন।

এ ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এরা হচ্ছে- হাড়াভাঙ্গা গ্রামের ইয়াছিন আলীর ছেলে সুজন ও একই গ্রামের গোলাম হোসেনের ছেলে কালাম।

পাটের স্বত্তাধিকারী মধুখালীর আসাদুজ্জামান জানান, তিনি বগুড়া মোকামতলা পাইকার জুট মিলে ২৫২ মন পাট বিক্রির উদ্দেশ্যে একটি ট্রাক লোড দেন। যার নম্বর ঢাকা মেট্রো ট- ১৮-৩০৪৭। ট্রাকের মালিক বালিয়াঘাট গ্রামের নব মুসলিম কাউছার আলী। তিনি নিজেই চালক ছিলেন। ট্রাকটি গত ৯ সেপ্টেম্বর বগুড়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। ১১

জেলা পুলিশের উদ্যোগে মাস্ক বিতরণ ও সচেতনতা মূলক অভিযান

মেহেরপুরে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব রোধে মেহেরপুর হোটেল বাজার এলাকায় সাধারণ নাগরিকদের করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধে করণীয় সম্পর্কে সচেতন করতে মাস্ক বিতরণ করেছে মেহেরপুর জেলা পুলিশ।

গতকাল রবিবার বিকেলে, শহরের হোটেল বাজার এলাকায় মাস্ক বিতরণ ও সচেতনতা মূলক প্রচার অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এ সময় পুলিশের পক্ষ থেকে জনগণকে সতর্ক থাকা এবং মাস্ক ছাড়া ঘরের বাইরে বের না হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। একই সাথে মাস্ক ছাড়া অসচেতন ভাবে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করলে আইনত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়।

এ সময় মাস্ক বিহীন পথচারীদেও মাঝে বিনা মূল্যে মাস্ক বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরের বিভিন্ন কলেজে ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির কার্যক্রম শুরু

সারা দেশের ন্যায় মেহেরপুরের বিভিন্ন কলেজে ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

গতকাল রবিবার সকাল থেকে মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ, মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রী কলেজ সহ অন্যান্য কলেজে ভর্তি কার্যক্রম শুরু করা হয়।

সকাল থেকে কলেজ প্রাঙ্গণে নবাগত শিক্ষার্থীদের ভিড় লক্ষ্য করা

গেছে, তবে সুশৃংঙ্খল ভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা লাইনে দাঁড়িয়ে ভর্তি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুর সরকারি কলেজে প্রথম দিনে মানবিক বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগ, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগে ভর্তি করা হয়। এছাড়া অন্যান্য কলেজ গুলোর ভর্তি প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানা গেছে।

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর রফিকুল ইসলাম জানান, সকাল দশটা থেকে বিরতিহীন বিকাল পাঁচটা টা পর্যন্ত প্রথম দিনের ভর্তি কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে।

খুলেছে মুজিবনগর, বাড়ছে পর্যটক

করোনা ভাইরাসের কারণে বন্ধ থাকার দীর্ঘ ৫ মাস পর অবশেষে আবারো মুজিবনগর কমপ্লেক্সে পর্যটকদের প্রবেশের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। দীর্ঘ ৫ মাস ধরে বন্ধ হয়ে থাকায় মুজিবনগর কমপ্লেক্স যেন শ্মশানে পরিণত হয়েছিলো। তবে উন্মক্ত করার পর পরি মুজিবনগর আবারো যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছে। বাড়তে শুরু করেছে পর্যটক।

প্রতিদিনিই কমবেশি করে বিভিন্ন জেলা থেকে আসছে দর্শনার্থীরা। মুজিবনগর কমপ্লেক্স এর ভিতরে তৈরি হয়েছে একটি মনমুগ্ধকর পরিবেশ।

তবে সকল দর্শনার্থীরা শতভাগ মাস্ক পরিধাণ করে মুজিবনগর কমপ্লেক্স এ ঢুকছে বলে নিশ্চিত করেছে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার।

কয়েকদিন মুজিবনগরে ঘুরে দেখা যায়, ধীরে ধীরে পর্যটকের সংখ্যা বারতেই চলেছে। দীর্ঘদিন ঘরে বন্দি থাকার পর মেহেরপুর সহ চুয়াডাঙ্গা- কুষ্টিয়া থেকে ঘুরতে আসছে দর্শনার্থীরা।

চুয়াডাঙ্গা থেকে পরিবার পরিজন নিয়ে ঘুরতে আসা রাকিবুল ইসলাম জানান, করোনা ভাইরাসের কারনে দীর্ঘদিন ধরে ঘরে বন্দি থেকে পরিবারের সকলের এক ধরনের বোরিং লাগছিলো। তাই পরিবারের সদস্যদের কিছুটা আনন্দ দেয়ার জন্য সকলকে নিয়ে মুজিবনগরে ঘুরতে এসেছি।

অনেকদিন পর বাইরে বেড়াতে পেরে সকলেই খুব খুশি হয়েছে।

স্কুল শিক্ষার্থী জাহিদুল ইসলাম জানান, অনেকদিন পর বন্ধুদের নিয়ে আজ মুজিবনগরে ঘুরতে আসলাম। দীর্ঘদিন পর এমন একটি মনোরম পরিবেশে ঘুরতে পেরে অনেকটাই ভালো লাগছে।

মুজিবনগর পর্যটক কেন্দ্রে খেলনা ব্যবসায়ী মহিদুল ইসলাম জানান, দীর্ঘদিন করোনা ভাইরাসের কারনে মুজিবনগর বন্ধ থাকায় পর্যটক একদমই আসেনি। এতে করে আমাদের ব্যবসার অনেক ক্ষতি হয়েছে। মুজিবনগর কমপ্লেক্স খুলে দেয়ার পর ধীরে ধীরে পর্যটক আসতে শুরু করেছে। আমরাও অনেক দিন পর একটু টানা নিশ্বাস ফেলতে পেরেছি।

মুজিবনগর অনন্যা পার্কের চেয়ারম্যান হাসানুজ্জামান লাল্টু জানান, পর্যটক কেন্দ্রে দর্শনার্থীরা না আসলে মানায় না। দীর্ঘদিন মুজিবনগর কমপ্লেক্স বন্ধ হয়ে থাকায় পর্যটক আসা বন্ধ হয়ে গিয়ে ছিলো। ব্যবসায়ীরা একেবারে মুখ থুবরে পরে ছিলো। নতুন করে পুনরায় মুজিবনগর চালু করে দেওয়ায় আস্তে আস্তে পর্যটক আসতে শুরু করেছে। এখন মুজিবনগর কমপ্লেক্সের দৃশ্য অনেক ভালো লাগছে। তাছাড়া মুজিবনগর চালু করার সাথে সাথে অনন্যা পার্ক খুলে দেওয়া হয়েছে।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার জানান, মুজিবনগর স্বাধীনতার তীর্থভূমি। এখানে পর্যটক আসলে স্বাধীনতার ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারে। সব সময় এখানে পর্যটক ভরপুর থাকতো। তবে দীর্ঘদিন করোনার কারনে মুজিবনগর কমপ্লেক্সে প্রবেশ বন্ধ করায় পর্যটক আসা বন্ধ হয়ে গিছিলো।

নতুন করে পুনরায় প্রবেশ চালু করে দেওয়ায় আস্তে আস্তে আবারো পর্যটক আসা শুরু করে দিয়েছে। তবে সকলকে মাস্ক পরিধান করে, স্বাস্থবিধি মেনে মুজিবনগরে প্রবেশের জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন ঘরে বন্দি থাকার পর বেড়াতে আসতে পেরে দর্শনার্থীরা একটু স্বস্তি ফিরে পেয়েছে।

তাছাড়া ধীরে ধীরে মুজিবনগর কমপ্লেক্স এ দর্শনার্থীদের ভীড় জমতে শুরু হয়েছে। এখন মুজিবনগর কমপ্লেক্সের ভিতর দর্শনার্থীদের আগমনে পরিবেশটা বেশ মুখর হয়ে উঠেছে।

উল্যেক্ষ্য, ভয়াবহ করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে গত ২৬ মার্চ মুজিবনগর কমপ্লেক্সে সাধারণ দর্শনার্থীদের প্রবেশ পুরোপুরি ভাবে নিশেধাজ্ঞা ঘোষনা করা হয়েছিলো।

তারপর থেকে মুজিবনগরের ভিতরে কোন পর্যটক প্রবেশ করতে পারেনি। তবে ৫ মাস পর আবারো সেটা উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে নতুন ৫ জন করোনায় আক্রান্ত :: মোট ৫৮৬

মেহেরপুরে নতুন করে আরো ৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। ৫ জনই গাংনী উপজেলার। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাড়িয়েছে ৫৮৬ জনে।

আজ সন্ধ্যায় মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা.নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আজ প্রাপ্ত ৩৫ টি রিপোটের মধ্যে ৫ টি পজিটিভ। এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৩৮০৭ টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে আক্রান্ত রয়েছেন ৪৫ (সদর-১২, গাংনী- ২৬ মুজিবনগর- ০৭) জন।

এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৫ জনের। তার মধ্যে সদরে- ৭, গাংনী- ৬, মুজিবনগর- ২)।

সুস্থ হয়েছেন ৪৮১ (সদর-২৬১, গাংনী -১৭৩, মুজিবনগর- ৪৭) জন । অন্যত্র ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ৪২ জনকে।

গাংনীর ইকোপার্কে কৃষক লীগের

[redacted]

[redacted]

[redacted]